

গড ওয়ারেন বাফেট

জামিলুল বাসার

‘লোকেরা বলে কতটুকু ত্যাগ করতে হবে? বল! সকল অতিরিক্ত ত্যাগ করতে হবে।’ --এমন যে, ডান হাতে দিলে বাম হাত যেন উস-খুস না করে (কোরান)। শর্ত ও স্বার্থ বিহীন বাধ্যতামূলক শর্তে।

‘ধর্ম, কোরান, মোহাম্মদ, ৭ম শতাব্দি’ শব্দগুলি শুনলেই যারা বিব্রত বোধ করেন, তাদের জন্যই এই লেখা। ১৪শ বৎসর পূর্বেই নয় বরং ৭ হাজার বছর পূর্বে বেদের উল্লেখিত কোরানের নির্দেশটির আলোকে প্রয়োজনাত্মক সহায়-সম্পদ গ্রহণ ও ধারণ সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। এই সাম্যবাদী সূত্র যে গ্রন্থে লেখা, সে গ্রন্থকে যে সকল জ্ঞানী সাম্যবাদীগণ অবমূল্যায়ন করেন তাদের উচিত উহার চেয়েও উন্নত একটি সাম্যবাদী সূত্রের আবিষ্কার করা। যার একটি অংশের আংশিক মাত্র ওয়ারেন বাফেট মাত্র একটিবার পূরণ করায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞ বাফেটকে গড বলে বরণ করলেন! তবুও কোরান ৭ম শতাব্দির পুরানো! অকেজো! সকল প্রগতির অন্তরায়, আরও কত কি! যদিও বাফেট জীবনেও হয়তো বা বেদ-কোরান ছুয়েও দেখেননি বা দরকার হলে প্যাশাবও করে দিতে পারেন! তাতে অবশ্য কোরানের কিছু যায় আসে না, বাণটিও ডুবে যাবে না, পরিবর্তনও হবে না। নাস্তিকগণ ১৪শ বছর শুনলেই ডিস্ট্রাব ও হতাস ফিল করেন! মিশনের বিরুদ্ধে হুমকি মনে করেন! চুনোপুটি, অর্ধ শিক্ষিত জামিলুল বাসারকে বয়কট করার শাফায়াত করেন! আসলে তাদের উদার খোলসটির মধ্যে মূল দেহটি কি! মিশনই বা কি! যদিও তা কয়েকজন লেখক সিক্রেট ওপেন করে ফেলেছেন!

বাফেটদের আয়ের উৎস সম্ভবত অভিজিতের বা আমারও জানা নেই। তবে কোরানের আলোকে উহা যে তার অপ্রয়োজন, অতিরিক্তেরও অতিরিক্ত! অতএব তা নিসন্দেহে হারাম এবং যাদের নেই, আলবৎ তাদেরই সম্পদ। যে জিনিষটি অপ্রয়োজন পক্ষান্তরে প্রতিবেশীর নিতান্ত প্রয়োজন, তবুও সেটি ধরে রাখলেই ধনী-মানী বলে স্বীকৃতি পায়! উহা থেকে তিলক দান করলেই মানবতার স্বাক্ষর হয়! এমনকি গড খেতাবে ভূষিত হয়! এহেন সমাজকে আধুনিক সভ্যতার যুগ বলে যারা আখ্যা দেন তারা স্ব নাস্তিক্য চোখে মানুষাকৃতি হলেও ধর্মবিজ্ঞানের, মনুষ্যত্ব বিজ্ঞানের চোখে ইদুর-পিঁপড়ারও কয়েক ধাপ নীচে। কারণ ওরা জমা করে সত্য তবে তা পেট ও পিঠের সম-স্বার্থে।

‘তোমাদের দৈন্য দিয়ে

আমরা ধনী হই;

তৃষ্ণিতে পারে না জগতে সেই

আমার আমিত্ববোধে ত্রুটি করে যেই।

(প. ম. হক)

একটি সীমাবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ‘আয়ের উৎস’ বা যাবতীয় প্রশ্নের উর্ধ্বে খাদ্য, বাস-বাতাস, (ধরা যাক ধর্ম ছাড়াই) জন্মগতভাবে সমভাবে বন্টিত হয়। এ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, আদি পুরানো, কেতাব বিহীন মন্ত্রটি পরিবার ডিঙিয়ে পারা, গ্রাম, শহর বন্দরে, জিলায়, দেশে-বিদেশে প্রসার করার নির্দেশ দেয় কোরান। নির্দেশটি পালন করলে, আজকের নিরাপত্তার নামে চূড়ান্ত অনিরাপত্তা! শান্তির (ইসলাম) নামে অফুরন্ত অশান্তি! চূড়ান্ত ব্যায় ও সময়, সেনা-সোনা, এ্যাটম বোমা, ছাবমেরীন-টরপেডোর দরকার হতো না। অরাজনৈতিক সন্ত্রাসী কালামকে, প্রেসিডেন্ট করতে হতো না। দরকার হতো না রহিমুদ্দিন মত, নিরামিষভোজী ধার্মিক (!) সন্ন্যাসী মনমোহন বাবুর রাতের অন্ধকারে ক্ষুদ্র, দুর্বল প্রতিবেশীর সীমানার আইল ঠেলার! (রাম! রাম!) দরকার হতো না সীমান্তে দৈনন্দিন নিরীহ ব্যঙের মাথায় পাথর ছোড়ার কৈশোরিক অসভ্য বিজ্ঞান খেলার! উদয় হতো না ইজরাইল-ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরসহ আরো হাজারো সমস্যার। দরকার হতো না গড বাফেটের পদ লেহণ! দরকার হতো না আমার-অভিজিতের ডলার-পাউন্ডের পদ চোষণের!

কার্ বাপের সাধ্য! কার্ বেটাকে দান করার!! যদি বিধানটি সকলে মেনে চলে! এমন একটি বিধান যা আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে! এমন সূত্রটি বিজ্ঞান নয় (না হলেই বা কি?) বলে যারা সাধারণকে বিভ্রান্ত করে! তারাই স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার নির্লজ্য-বেশরম উক্তি করে! তারাই তাদের কথিক বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের (শান্তির) নামে অস্পৃশ্য সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত।

এযাবৎ অদূরদর্শি দেশাত্ববোধক প্লাস্টিক কান্নায় ভাবিত হয়ে যত জ্ঞান, যত বিজ্ঞান, যত শ্রম, যত সম্পদ, যত রক্ত খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে তার এক দশমাংশ শত্রুর হাতে দিলে, দু'টি শখা-শখিসুলভ কথা বললে কোন্ শালায় শত্রুতা পোষণ করতে পারে! (প্রধানতঃ)। এ সুত্রটিও ৭ম শতাব্দির পুরোনো কোরানের বলেই উপেক্ষিত। পক্ষান্তরে কালাকাল জুড়ে এই যে গাধাশ্রম! অর্থ দন্ড! সময় দন্ড! রক্ত দন্ড! তাতে কি ব্যক্তি ও জাতির তিল পরিমাণ ইসলাম ও নিরাপত্তা দিয়েছে? না আরো সংশয়, হতাস ও শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করেছে!! 'গালে চুমু দেয়া ছাড়া চোখ রাঙ্গিয়ে যে কর্তৃত্ব করা যায় না' এই পুরোনো সর্ব স্বীকৃত, ধর্মবানীটি কথিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে হাড়ে হাড়ে স্বীকার করার সময়টি দরজায় কড়া নাড়ছে। নাড়লে কি হবে! কোরান বলে, 'মানুষ নামের পশুজাত বড়ই নিমক হারাম।' মাঝি হতে পারলেই দারোগার সুরে কথা বলে। মাটি মানুষের জন্য নিতান্ত আপেক্ষিক বরং মানুষ মাটির জন্য। কারণ মাটিগুলি মানুষে বিলীন হয় না বরং মানুষগুলি মাটিতেই বিলীন হয়।

হরণ, পেষণ ও পোষণ সম্পদের আংশিক দান করে বিজ্ঞানীর চোখে বাফেট ঈশ্বর! আর তারই সুত্রের প্রবক্তা পুরানো বলে ধিকৃত?? দিনে-দুপুরে এই নির্লজ্য অহং এর উদ্দেশ্য কি! ঐ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজম-ছাইদি হারাম সম্পত্তির ২.৫০ শতাংশ জাকাত দিয়ে বাকী ৯৭.৫০ শতাংশ হারাম সম্পত্তি হালাল ঘোষণা করে, নিজেদেরকে নায়েবে নবী বলে দাবি করছেন! কখনও কখনও গডও (মাওলানা)। সোনার দুয়ারে তালা মেরে নারী বীর্য লেহন করে রজনীশ হয়েছিলেন ভগবান রজনীশ! অভিজিতং 'গড' শব্দটি বিশ্বাস না করলেও স্বীকার করলেন! স্বীকার না করলেও বিশ্বাস করলেন বটে! তবে মোল্লাদের মতই ঠিকানা ভুল করে।

বিনা মূল্যে খেতাব বিলি করার মহতী আনন্দের চেয়ে খেতাব প্রাপ্ত হওয়াটা কি আরো আনন্দের নয়? কিন্তু এখানে বাবু আর মোল্লার অবস্থান একই বৃন্তের দু'টি শরিয়ত! রাম ও রহিম।

বাফেট-গেইটসের মত লোকেরা আরো কিছু অতিরিক্ত ত্যাগ করলে অভিজিৎ অবশ্যই গডের বাবাগড, দাদাগড বলে ঘোষণা দিতে গবেষণা সম্মত বাধ্য! একটু পরেই ৭ম শতাব্দি নয় বরং ইব্রাহিম শতাব্দিতে ফিরে গিয়ে বলবেনঃ বাফেট নয়, গড চন্দ্র-সূর্য; কারণ বাফেটকে সূর্যই বাঁচিয়ে রেখেছেন! অতপর এ গডের ছিলছিলার অঙ্ক মিলাতে না মিলাতেই তিনি ৬৫ বৎসরে পৌঁছে যাবেন। যাবার আগে সত্য কথাই বলে যাবেনঃ

“অমুক অমুকের বাপ, সমুকের বেটার বরাতে, নতুন কেতাবে যাই-ই কিছু 'হিয়ার ছেজ' শুনছি! বর্ণ প্রতি ১০ ছোয়াব একিন করে অক্ষরে অক্ষরে তা' হেফজ করেছি! (ওরা গবেষণা করে দেখেছে! অসংখ্য ছাহাবাদের সাক্ষিও আছে) সাদা দেলে হুবহু তাইই লিখছি!! প্রত্যেকটি লাইন লেখার আগে অজু-গোছল করতঃ ২রাকাত নামাজও পড়েছি! কিন্তু আমার দাদা গুরুগণ যাইই কিছু ফতোয়া দিয়েছেন তা শীত-গ্রীষ্মের (আপেক্ষিক) ফতোয়া, আখেরী নছিহত হলোঃ

‘প্রকৃতির উৎপন্ন’!

--হযরত! 'প্রকৃতি' মানে কি? -- সাধু! সাধু! হাস্যকর প্রশ্ন! হিং টিং ছট! --এবং প্রকারেও বোধগম্য হলো না বাবা! -- ক্যান! রং দেখেও ছমজাও না? -- গোস্বামী মারফ কিজিয়ে হুজুর! -- ইয়াদ রাকখোঃ মুস্ত! ম না! সে চাপা-চাপি করার প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে! হু--ম! এক্ষণে বুঝলাম! তা'হলে 'ঘোড়ার ডিম?' --ওটা এ্যাক্সপেরিমেন্টাল সত্য নয়! ঘোড়া ডিম দেয় না, এমনকি ঘুড়ীও না! -- তাজ্জব বটে! তবে ক্যানে শুনলেই পেটে-মাথায় প্রচণ্ড চাপ ফিল্ করি! --মোহাম্মদের কারণে! -- বোল্ হরি! তা'হলে! সেই ১০/১৫ হাজার বছর পূর্বের আদি পুরোনো মহাদেব-ব্রহ্মা, ঈছা-মুছার 'ভগবান' 'ঈশ্বর' 'গড' শব্দগুলিও মোহা--? -- মাত্! মাত্! যাও বেটা! শেষ শব্দটি কভি নেই উচ্চারণ করো! -- খুবই চাপ ফিল্ হয় গুরুজী? -- টলারেন্ট এস্তেমাল করো! শরাব ভেজ দো-- হাস্যকর ছওয়াল! -- গোসাই আমার মা-বাবা--! -- রো মাত্! জবান ছুন লে বেটা! লেকিন হামেসা ইয়াদ রাকখোঃ হিং! টিং! ছট! ফট! খট! বোল্ হরি! কাটায় কাটায় মিলেও দু'টি ঝুলে গেল! হরি বোল্ঃ

‘হরির উপরে হরি

তার উপরে হরি!

ডানে হরি

বামে হরি!
আগে হরি
পিছে হরি!
হরি!! আহা মরি! মরি!!
হরিরে দেখিয়া হরি
লুকায় খড়ি।’

(সূত্র: আংশিক সংযোগ, আংশিক অজ্ঞাত)

বিনীত-

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপণঃ

লোভ, হিংসা, মোহ ও ক্রোধ নিরোধক মাত্র ৪টি ট্যাবলেট আবিষ্কারের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার খুলতে চাই! বুস, লাদেন, বাদশা-বাহেট, ছাইদি-অভিজিৎগণ মুক্ত হস্তে দান করুন! করবেন না।

কেন করবেন না???

কারণ: উহা ৭ম শতাব্দির মোহাম্মদের কথা। **কারণ:** ওগুলি ভাববাদ ছাড়া বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব নেই, গুরুত্বও নেই! **কারণ:** এযাবৎ কোন বিজ্ঞানীরাই ঐ ৪টি সমস্যার কথা বলেন নি! বিজ্ঞান জার্নালে এমনকি ফার্মাসিফটরাও এযাবৎ উহা বৈজ্ঞানিক সমস্যা বলে ফতোয়াও দেন নি! **কারণ:** তাতে পর্ণ ব্যবসা, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি ব্যবসা ফ্লুপ করবে! **কারণ:** অনুমান ১৬শ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাদা চমড়ার পুরোনো দালালী নীতি (এখনও টাটকা!) রহিত হবে! **কারণ:** নাস্তিক মন্ত্রীর মানবিক বিধান সীমানার আইল ঠেলা বন্ধ হবে! পানিতে, ভাতে, গুলিতে মারার পথ রুদ্ধ হবে! **কারণ:** বোম, ফেনছিডিল পাচার, সন্ত্রাসীর আস্তানা, বহুগামীতা বন্ধ হবে! অতপর বৈজ্ঞানিক দুনিয়াটি উল্টো রথে ৭ম শতাব্দিতে হাজির হবে!

অতপর গড ওয়ারেন কোথা থেকে এত এত মিলিয়ন ডলার দান করবেন, শূনি!! আছে? এমন কোন ক্ষমতা ব্রহ্ম-যিশু-বুদ্ধ-মোহাম্মদের? খৃষ্টান হয়ে ইরাক-আফগানে মুক্ত হস্তে ট্রিলিয়নস্ ডলার দানের যোগ্যতা রাখে? সাক্ষি আছে?? এমন কোন বেদ-কোরানে??? ভারত মাতার দক্ষ ভ্রাতা সাম্যবাদী ম্যানেজার! বন্দে মাতারম!

অতএবঃ

মন্টু! ঐ সমস্ত পুরোনো গ্রন্থের উপর ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু করো! মধ্য সময়ে ছন্টুকে নিয়ে ফুর্তি কর! পুরোনো গোর্সেনকে ভুলে যাও! নাস্তিক্য বে-ঈমান মজবুত কর! ডলার দেবে গড বাবা ওয়ারেন বাফেট! এইডস্? সামাল দেবে গড চাচা গেইটস্!

বিনীত-